



218362 - সুন্নিদৃষ্টি নফল রোজার নয়িত রাত থেকে করা শর্ত

প্রশ্ন

সুন্নিদৃষ্টি নফল রোজার নয়িত কখন থেকে শুরু করতে হবে? সাধারণ নফল রোজা নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সাধারণ নফল রোজার নয়িত রাত থেকে করা শর্ত নয়; বরং দিনের যেকোন সময়ে কউে যদি নয়িত করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পূরণ করে সেটা জায়যে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে ফজর শুরু হওয়ার পর থেকে রোজা ভঙ্গকারী কোন কিছুতে লিপ্ত না হওয়া।

আর সুন্নিদৃষ্টি নফল রোজার নয়িত রাত থেকে (ফজরের পূর্ব) করা শর্ত।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

শাওয়াল মাসের ছয় রোজা ও আরাফার দিনের রোজার হুকুম কি ফরজ রোজার মত অর্থাৎ এ রোজাগুলোর জন্য ক্রি়াত থেকে নয়িত করা শর্ত? নাকি এ রোজাগুলোর হুকুম নফল রোজার হুকুমে মত যেকোন লোকের জন্য দিনের মধ্যভাগ থেকেও রোজার নয়িত করা জায়যে? যেকোন ব্যক্তি দিনের মধ্যভাগ থেকে রোজা রাখার নয়িত করছে সে কি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে যেকোন ব্যক্তি সহেরী খেয়ে দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোজা পালন করছে।

উত্তরে তিনি বলেন:

হ্যাঁ; নফল রোজার ক্ষেত্রে দিনের বেলায় নয়িত করলেও জায়যে হবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে- নয়িত করার আগে রোজা ভঙ্গকারী কোন কিছুতে লিপ্ত হতে পারবে না। যমেন- কোন লোক যদি ফজরের পর খাওয়াদাওয়া করে ফলে এরপর দিনের বেলায় রোজা রাখার নয়িত করে তাকে আমরা বলব: আপনার রোজা শুদ্ধ নয়। কারণ তিনি আহা় করছেন। তবে তিনি যদি ফজর থেকে না খেয়ে থাকেন এবং অন্য কোন রোজা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত না হন এরপর দিনের বেলায় রোজা রাখার নয়িত করেন এবং সে রোজাটি নফল রোজা হয় তাহলে আমরা বলব: এটি জায়যে। কারণ এ ধরণের রোজার অনুমোদন হাদিসে এসেছে। তবে তিনি যখন থেকে নয়িত করছেন তখন থেকে সওয়াব পাবেন। যাহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমল নয়িত অনুযায়ী হয়ে থাকে”। সুতরাং নয়িতের আগে যেকোন আমল এর সওয়াব লেখা হবে না। আর নয়িতের পরের



আমলরে সওয়াব লখো হবো।

সওয়াবরে প্রতশিরুতি যদি গোটো একদনি রোজা রাখার উপর দয়ো হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যক্তি গোটো একদনি রোজা রাখেনি; বরং দনিরে কিছু অংশ রোজা রেখেছে। এর ভিত্তিতে বলা যায়: কটে যদি ফজরে পর থেকে কোন কিছু না খায় এবং দনিরে মধ্যভাগে এসে রোজা রাখার নয়িত করে এবং সে দনিটি যদি শাওয়ালরে ছয় রোজার কোন একটি দনি হয় এরপর সে ব্যক্তি আরও পাঁচদনি রোজা রাখে এতে করে সে সাড়ে পাঁচদনি রোজা রাখল। যদি সে ব্যক্তি দনিরে এক চতুর্থাংশ অববাহিত হওয়ার পর রোজা রাখে তাহলে সে পটৌনে ছয়দনি রোজা রাখল। কারণ আমলরে হিসাব হবে নয়িত অনুযায়ী। হাদিসে এসেছে- “যে ব্যক্তি রমজান মাস রোজা রাখল এরপর শাওয়াল মাসরে আরও ছয়দনি রোজা রাখল...”।

অতএব আমরা এ ভাইকে বলব যে, আপনি ছয়দনি রোজা রাখার সওয়াব পাবেন না। কারণ আপনি তো পরপূর্ণ ছয়দনি রোজা রাখেননি। একই রকম কথা বলা হবে: আরার দনিরে রোজার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে রোজাটি যদি সাধারণ নফল রোজা হয় তাহলে রোজাটি শুদ্ধ হবে এবং নয়িত করার সময় থেকে রোজাদার ব্যক্তি সওয়াব পাবেন। [লকিউল বাব আল-মাফতুহ (২১/৫৫) থেকে সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে যদি বিশেষ কোনদনি রোজা রাখার ভিত্তিতে সওয়াব দেওয়ার বর্ণনা আসে যমেন- সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোজা, চন্দ্রমাসরে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা, প্রতমাসে তিনদনি রোজা রাখা। এখন কটে যদি দনিরে মাঝখান থেকে রোজা রাখার নয়িত করে তাহলে সে ব্যক্তি গোটো দনিরে রোজা রাখার সওয়াব পাবেন না।

উদাহরণত: কটে সোমবারে রোজা রাখল, নয়িত করল দনিরে মাঝখান থেকে। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে না যে ব্যক্তি সোমবারে শুরু থেকে রোজা রেখেছে। কারণ সে ব্যক্তি গোটো সোমবার রোজা রেখেছেন এ কথা তো বলা চলে না।

অনুরূপভাবে কটে যদি বৈ-রোজাদার হিসাবে ভোর করে এরপর তাকে বলা হয় যে, আজ তো মাসরে ১৩ তারিখ; এ কথা শুনলে সে ব্যক্তি বলে তাহলে আমি রোজা রাখলাম; সে ব্যক্তি পূর্ণিমার দনিগুলিতে রোজা রাখার সওয়াব পাবে না। কারণ সে তো গোটো দনি রোজা রাখেনি। [আল-শারহুল মুমতী (৬/৩৬০) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে [21819](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।